মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: মুজিবনগরে আহত-নিহতদর জন্য দোয়া

বিমান বিধ্বস্তে আহত ও নিহতদের স্মরণে মেহেরপুরের মুজিবনগরে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মানবিক সেবায় নিয়োজিত ব্লাড সোসাইটি।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দারিয়াপুর বালিকা বিদ্যালয় ও ডঃ জামাল উদ্দিন মডেল একাডেমীর হলরুমে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ব্লাড সোসাইটি মেহেরপুর জেলা শাখার পরিচালক সোহাগ আলী, দারিয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম এবং ডঃ জামাল উদ্দিন মডেল একাডেমীর প্রধান শিক্ষক গোলাম মোর্তজা উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে দুই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। সকলেই আহতদের সুস্থতা ও নিহতদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া ও মোনাজাতে অংশ নেন।

মেহেরপুরে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরের গড়পাড়া এলাকায় একটি বাড়ি থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল।
আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে ইদ্রিস হাজীর বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

জানা যায়, নিহত ব্যক্তি হরিরামপুর গ্রামের মিজানুর রহমানের ছেলে প্রিন্স (১৭)।

ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শামীম রেজা জানান, আমরা সংবাদ পাই যে গড়পুকুরের পূর্বপাশে একটি বাড়িতে একজন যুবক দরজা বন্ধ করে আটকে আছেন। উদ্ধার করতে দরজা ভাঙার প্রয়োজন হবে এমন অনুরোধ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাই। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখি, যুবক ফাঁস নিয়ে মারা গেছেন।

এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তদন্ত শুরু করেছে।

রাজনীতির শ্রমিক: আদর্শহীন আনুগত্যের নতুন নাম

দেশের রাজনৈতিক পরিসর এক আশ্চর্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের চর্চা, মত প্রকাশের অধিকার ও জনগণের অংশগ্রহণ এখন অনেকটাই প্রতীকী। এর পরিবর্তে সামনে এসেছে এমন একটি বাস্তবতা, যেখানে রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে একটি বিশেষ শ্রেণি “রাজনীতির শ্রমিক”। এরা আদর্শের নয়, আনুগত্যের ভিত্তিতে রাজনীতিতে সক্রিয়; এবং তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকা অধিকাংশ সময়েই সীমাবদ্ধ থাকে ক্ষমতার পক্ষে শ্রম প্রদান ও প্রতিপক্ষ দমনে সক্রিয় অংশগ্রহণে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন নেতৃত্বের সংকট এখন গভীর বাস্তবতা। স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের রাজনীতিতে বেশ কয়েকটি প্রজন্ম নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষণীয় নেতৃত্ব কাঠামো পুরোনো, মুখ একই, কণ্ঠস্বরও চেনা। প্রশ্ন উঠছে: আজকের তরুণেরা কোথায়? ভবিষ্যতের নেতৃত্ব কোথা থেকে আসবে?

এক সময়ের ছাত্র রাজনীতি ছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মূল প্ল্যাটফর্ম। আজ তা অনেক ক্ষেত্রেই সহিংসতা, চাঁদাবাজি ও দলীয় আজ্ঞাবহতায় পরিণত হয়েছে। আদর্শিক রাজনীতির জায়গায় এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপার্জনের চিন্তা। ফলে তরুণদের মধ্যে রাজনীতিকে ক্যারিয়ার হিসেবে দেখার আগ্রহ কমে গেছে। যেসব তরুণ এখন নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন।

শেখ হাসিনা দীর্ঘ সময় ধরে শাসন ব্যবস্থায় থাকার ফলে মাঠপর্যায়ে এক ধরনের ‘দলভিত্তিক শ্রম বাজার” গড়ে উঠেছে। এখানে রাজনীতিকরা আদর্শিক বক্তব্য দেন না; বরং নেতা কী বলছেন, তা অন্ধভাবে অনুসরণ করাই যেন একমাত্র কাজ। শোডাউন, মিছিল, পোস্টার লাগানো, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার চালানো পর্যন্ত সবই এখন একপ্রকার পেশা, যার বিনিময়ে পাওয়া যায় পদ, সুযোগ বা সরাসরি আর্থিক সুবিধা।

এই ধরনের রাজনীতি শ্রমিকদের কাছে রাজনীতি হলো লেনদেনের মাধ্যম আদর্শ নয়, বরং সুবিধার সূত্র।

বিরোধী রাজনীতির শ্রমিক সংকট। ওইসময়, বিরোধী দল বিশেষ করে বিএনপি ও বাম ধারার দলগুলো রাজপথে সক্রিয় শ্রমিক-কর্মী হারিয়ে ফেলে। কোটা বিরোধী আন্দোলনে কেষ হাসিনা সরকারের পতনের পরে সেই সংকট কাটিয়ে ওঠে বিএনপি। এখন বিএনপিতে রাজনীতির শ্রমিকে জয় জয়কার। এখানে আদর্শে বিশ্বাসী কিছু মানুষ এখনও আছেন, তবে তাঁদের সক্রিয়তা তুলনামূলকভাবে কম।

এ বাস্তবতায় দেখা যায়, শ্রমিক-কেন্দ্রিক রাজনীতি শুধু ক্ষমতাসীন পক্ষেই নয়, বিরোধীতায়ও এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি একসময় ছিল চিন্তার মঞ্চ, নেতৃত্ব গড়ার প্ল্যাটফর্ম। আজ তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রূপ নিয়েছে সংঘবদ্ধ পেশাগত কর্মকাণ্ডে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ছাত্র সংগঠনের নামে চলে টর্চার সেল, চাঁদাবাজি, নিয়ন্ত্রণের লড়াই। ছাত্ররা শিক্ষার্থী নয়, বরং নেতা ও উপরের মহলের ‘বিশ্বাসভাজন কর্মী’ হয়ে ওঠে এবং সেটাই তাদের “রাজনৈতিক যোগ্যতা”। তাদের মধ্যে অনেকে বছরের পর বছর ছাত্রত্ব বজায় রেখে রাজনীতি করে চলেন একটা ‘ক্যাডার সংস্কৃতি’র প্রতিনিধিত্ব করেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনীতির এক নতুন মঞ্চ তৈরি হয়। যেখানে রাজনৈতিক শ্রমিকরা ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব লাইভ, বা ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে ‘নেতার পক্ষে’ কথা বলেন, বিরোধী মতকে আক্রমণ করেন। তাঁদের অনেকেই এই কাজের বিনিময়ে আর্থিক উপার্জন বা সুযোগ সুবিধা পান।

এটি একধরনের “ডিজিটাল দালালি”, যা মূলত রাজনীতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা থেকে সরিয়ে এনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রচারণার যন্ত্রে পরিণত হয়ে ওঠে। এখনও এই চর্চা চলমান।

রাজনীতির এই শ্রমিকতন্ত্র কেবল দলীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। নিয়োগ, বদলি, উন্নয়ন প্রকল্প, এমনকি পুলিশের মামলাতেও দলীয় পরিচয় নির্ধারণ করে দেয় কে ‘অপরাধী’ আর কে ‘ভিকটিম’। রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে এই সংস্কৃতি যদি চলতেই থাকে, তবে রাজনীতি কেবলই ক্ষমতা রক্ষার উপকরণে পরিণত হবে। গণতন্ত্র থাকবে শুধু ভোটের দিনটিতে, আর বাকিটা সময় থাকবে নির্দিষ্ট দলের মুখপাত্রদের হাতে যাঁরা আদর্শ নয়, নির্দেশ পালন করতেই উৎসাহী।

সেই দায় দলগুলোর যেমন, তেমনি সমাজ ও নাগরিকদেরও। এখনই সময় প্রশ্ন তোলার, জবাব চাওয়ার, এবং নতুন এক রাজনীতি কল্পনার। যেখানে মানুষ হবে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র্র, আর রাজনীতি হবে মত, বিবেক ও মূল্যবোধের জায়গা শ্রম বিক্রির নয়।

দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কাঠামোতে গণতন্ত্রের অভাব যেমন নতুন নেতৃত্ব ঠেকিয়ে রাখে, তেমনি জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী মতকে দমন করার প্রবণতা রাজনীতিকে একমাত্রিক করে তোলে। ভিন্নমতের বিকাশ না থাকলে নেতৃত্বের বিকাশও থেমে যায়।

নতুন নেতৃত্ব গড়তে হলে- দলীয় নেতৃত্বে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হবে। নেতৃত্ব নির্বাচন হতে হবে ভোটের মাধ্যমে, নিযুক্তির মাধ্যমে নয়। ছাত্র রাজনীতিকে আদর্শভিত্তিক ও শিক্ষাবান্ধব করতে হবে। ক্যাম্পাসে নিয়মিত ও নিরপেক্ষ ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু করা জরুরি।

নতুন নেতৃত্বের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। মিডিয়া, সেমিনার, গবেষণা ও নীতি আলোচনা সভায় তরুণদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হবে।
রাজনীতিকে পেশাগতভাবে সম্মানজনক করতে হবে। দুর্নীতি ও সহিংসতা থেকে মুক্ত করে এটিকে আকর্ষণীয় ও নৈতিক জায়গায় ফিরিয়ে আনা দরকার।

বিরোধী মতের প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে হবে। গণতন্ত্র মানে শুধু নির্বাচন নয়, বরং প্রতিটি স্তরে ভিন্নমতের সহাবস্থান। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ তরুণ। এরা যদি রাজনীতির বাইরেই থাকে, তাহলে নেতৃত্বের সংকট কেবল আরও গভীর হবে। রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একসঙ্গে কাজ করে নেতৃত্ব তৈরির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যতের রাজনীতি যেন কিছু মুখ বা

পরিবারের হাতে না আটকে থাকে, বরং হয়ে ওঠে জনসম্পৃক্ত, দায়বদ্ধ এবং নবীন নেতৃত্বনির্ভর সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক ও সাংবাদিক

ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় গাংনীর মেয়ে সজনী নিহত

ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল হামিদের মেয়ে রজনী খাতুন (৩৭) নিহত হয়েছে।

আজ সোমবার ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন তিনি।

নিহত রজনী খাতুনের ভাই আশিক জানান, দুলাভাই জহুরুল ইসলাম ঢাকায় চাকরি করতো, এ কারণে বোন রজনী খাতুনকে নিয়ে উত্তরা এলাকায় একটি বাসায় বসবাস করতেন এবং বোনের মেয়ে ঝুমঝুম খাতুন (১২) ঢাকা মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করতো।

প্রতিদিনের ন্যায় দুর্ঘটনার সময় স্কুল থেকে ঝুমঝুম খাতুনকে আনতে গেলে প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হলে তার বোনের মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ আটক ৩

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ১৫ পিস ইয়াবাসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আটককৃতরা হলেন আমঝুপি গ্রামের মোসাদ্দেক হোসেনের ছেলে হামিম হোসেন (৪৫), মৃত কিনু শেখের ছেলে মামুন রেজা (৪০) এবং আশরাফুজ্জামানের ছেলে আল ইমতিয়াজ নাহিদ (৩২)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মোট ১৫ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আটক হামিম হোসেনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

অন্যদিকে মামুন রেজা ও আল ইমতিয়াজ নাহিদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীতে চিৎলা পাটবীজ খামারের শ্রমিকদের মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনীর বাশবাড়িয়া গ্রামের এসএম ফয়েজকে চাদাবাজ আখ্যা দিয়ে মানববন্ধন করেছে গাংনীর চিৎলা পাট বীজ খামারের কর্মরত শ্রমিকরা।

আজ সোমবার দুপুর ১২ টার সময় চিৎলা পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়নের ব্যানারে এই মানববন্ধনে অংশ গ্রহন করেন খামারের কয়েকশো শ্রমিক।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুস সাত্তার, সাবেক সভাপতি ওমর আলী, সদস্য নাজিমুদ্দিন, শফিকুল ইসলাম কাদা, লিটন হোসেনসহ অনেকে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গাংনী উপজেলার বাশবাড়িয়া গ্রামের এসএম ফয়েজ শ্রমিকদের সাথে চাদা দাবী করেন। চাদা না পেয়ে পাটবীজ খামারের কর্মরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নানা ভাবে হয়রানী মুলক সংবাদ প্রকাশ কেও এসএম ফয়েজ।

শ্রমিকরা বলেন, ৫০০ টাকা হাজিরায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অথচ সেই সব শ্রমিকদের সাথে চাদা দাবী করেন এসএম ফয়েজ। শফিকুল ইসলাম নামের এক শ্রমিক জানান, সাংবাদিক পরিচয়ে তার কাছ থেকে ৫ লক্ষ টাকা চাদা দাবী করেন এসএম ফয়েজ ।

ফয়েজকে কয়েক দফায় কিছু টাকাও দেয়া হয়। পুরো টাকা না দিতে পারায় তাকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে এমন দাবী করেন তিনি। ফয়েজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানান মানববন্ধনে অংশ গ্রহন কারীরা।

মেহেরপুরের ৭ নং ওয়ার্ডে পিআরএ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

‘মেহেরপুর জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন’ প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে পিআরএ কর্মশালার আয়োজন করেছে মেহেরপুর স্টুডেন্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (MESDA)।

রবিবার (২০ জুলাই) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল প্রাঙ্গণে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রজেক্ট ডিরেক্টর আহমেদ আখতারুজ্জামান, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের কনসালটেন্ট ড. গাজী রহমান, রাকিব, নাঈমা, কামরুল, নবনীতা, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর সাব্বির আহমেদ এবং প্রজেক্টের প্ল্যানার সাইফুল রহমান আরমান, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত প্রমুখ।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেই একটি কার্যকর ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব। এই কর্মশালার মাধ্যমে এলাকাবাসীর মতামত ও চাহিদা সরাসরি উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হবে।

আমঝুপিতে ইয়ুথ গ্রুপের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি

“তরুণরাই পারে সমাজ বদলাতে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরের আমঝুপিতে অনুষ্ঠিত হলো ইয়ুথ গ্রুপ ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচি।

শনিবার (১৯ জুলাই) বিকাল ৩টায় গণসাক্ষরতা অভিযান ও মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের আয়োজনে মানব উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যালয়ে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধনী বক্তব্য দেন মউক এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম।
তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে তরুণদের দায়িত্বশীল ও সচেতন করে গড়ে তোলাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং ওয়াচ গ্রুপের নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ছিল দলভিত্তিক কার্যক্রম। এতে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকার বিভিন্ন সমস্যা যেমন বাল্যবিবাহ, মাদকাসক্তি, শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ, বেকারত্ব ইত্যাদি চিহ্নিত করে, সেগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধান প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এসব পরিকল্পনায় তরুণদের নিজস্ব নেতৃত্ব বিকাশ ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মউক এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, তরুণরা যেন কেবল দর্শক না থেকে সমাজের সক্রিয় কর্মী হয়ে ওঠে, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

গাংনীতে বিএনপির লাঠি মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ

গোপালগঞ্জের ঘটনায় আওয়ামী লীগের একটি ফেসবুক পেজে হরতালের ডাক দেওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির দুটি পৃথক গ্রুপের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার ও হাসপাতাল বাজারে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকায় গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।
সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুর রহমান বুলবুলের সঞ্চালনায় সেখানে বক্তব্য রাখেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

অন্যদিকে, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে একটি লাঠি মিছিল বের করা হয়।
গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকা থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বড়বাজার এলাকায় গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে পরিণত হয়।

এতে বক্তব্য রাখেন জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন। এসময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ৬ জন গ্রেফতার

মেহেরপুরের তিনটি থানা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ (নিষিদ্ধ ঘোষিত) ও যুবলীগের ছয়জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার

করেছে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে।
এর মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ ৪ জন, মুজিবনগর ও সদর থানা পুলিশ একজন করে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, একই ইউনিয়নের ওয়ার্ড কৃষকলীগের সভাপতি আল মামুন, রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আসাদুল হক, আওয়ামী লীগ নেতা আবুল বাশার, মেহেরপুর শহরের আওয়ামী লীগ নেতা অঙ্কুর হোসেন এবং মুজিবনগরের মোনাখালি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আবু সাঈদ।

পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা রয়েছে।
আজ রবিবার দুপুরে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।